বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদান সম্মেলনে বিশ্বের মুক্তিকামী কণ্ঠস্বর মিলেছিল এক মোহনায়

যুদ্ধ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষমুক্ত শান্তিময় এশিয়া গড়ার আকাঙ্খায় বুধবার ২৩ মে, ১৯৭৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এশীয় শান্তি সম্মেলন। সম্মেলন চলেছিল তিন দিন। উদ্বোধন করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সম্মেলন আয়োজন করে এশীয় শান্তি পরিষদ। সে সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল বঙ্গবন্ধুকে শান্তির জন্য জুলিও কুরি পদক প্রদান। এ পদক নোবেল শান্তি পুরস্কারের পরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ও সম্মানিত শান্তিপদক। নিপীড়িত বাঙালী জাতির মুক্তির সংগ্রামে অতুলনীয় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে এশীয় শান্তি পরিষদ এ পদকে ভূষিত করেছেন। সেদিনের সে সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বের মুক্তিকামী কণ্ঠস্বর মিলেছিল এক মোহনায়। সে সম্মেলনের প্রবেশমুখে ব্রেজনেভ, হো চি মিন, বঙ্গবন্ধু, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতি। মঞ্চের দু’পাশে ছিল পদকের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জুলিও কুরি ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতী। সে সম্মেলনে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তৎকালীন জিডিআর, ভারত, হাঙ্গেরী, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বুলগেরিয়া, কানাডা, বৃটেন, মিশর, ইরাক, ফ্রান্স, জাপান, জর্দান, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা, সিরিয়া, উত্তর ইয়েমেন, ওমান, পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বাণী দিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ। জুলিও কুরি পদক সেদিন সম্মানিত হয়েছিল।

জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন বলেছিলেন, বিশ্বশান্তি আমার জীবন দর্শনের অন্যতম মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত এবং শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ-সে বিশ্বের যে কোন স্থানেই হোক না কেন, তাদের সাথে আমি রয়েছি।

উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, সকলের

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সোমবার সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর কোর্ট মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে প্রধান প্রধান শহর প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর পৌরসভার সামনে গিয়ে শেষ হয়।
মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে অংশ নেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও সাবেক ছাত্রনেতা কামরুল ইসলাম চাদু, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান মফিজ, শহর যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রান, মেহেরপুর আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট রাসেল, মেহেরপুর পৌরসভা ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হুমায়ুন কবীর রিপন, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর বাপ্প, ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদ সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে কটুক্তি ও হত্যার হুমকির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে।

সোমবার বিকালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে অন্যদের মধ্যে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ^◌াস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম শাহীন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরি, কুতুবপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজাসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে কটুক্তি ও হত্যার হুমকির প্রতিবাদে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ।

আজ সোমবার বিকালে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের

গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বিক্ষোভ মিছিল উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালি ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, উপজেলা যুব মহিলালীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি হাসানুজামান লালটু সহ আওয়ামীলীগ,, যুবলীগ যুবমহিলা লীগ, কৃষকলীগ,, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ সহ আ’লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় এক সমাবেশে বিএনপির আহবায়ক আবু সাঈদ চাঁদ প্রধানমন্ত্রীকে কবরস্থানে পাঠাতে হবে বলে হুমকি দেন। যাহা হত্যার হুমকির সামিল। অনতিবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকিদাতাকে আইনের আওতায় আনার দাবীতে মুজিবনগরে এই বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে।

গাংনীতে উপজেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত

রাজশাহীতে দেয়া বিএনপির এক নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদে এবং তাকে গ্রেফতার দাবীতে ফুসে উঠেছে গাংনীর আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হুমকি দেয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

মিছিলে নেতৃত্ব প্রদান করেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র

মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলামের সঞ্চালনায়-সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এসময় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যেই সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন,প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হুমকি প্রদানকারীকে আইনের আওতায় আনতে হবে। সেই সাথে যারা প্রতিনিয়ত দেশে নানা রকম ষড়যন্ত্র করার পায়তারা করছে,তাদের প্রতিহত করতে বঙ্গবন্ধুর সৈনিকরা সবসময় প্রস্তুত।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুকুলের বিক্ষোভ মিছিল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ মে) বিকাল ৫টার দিকে গাংনী থানার রোড় থেকে একটা বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানার সঞ্চালনায় এবং মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের

সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মোহন সহ উপজেলা আওয়ামীলীগ ও সহোযোগি সংগঠনের নেতা- কর্মীরা।

মেহেরপুরে স্বর্ণ চোরাচালান মামলায় কুতুবপুর ইউনিয়নের মজনু মেম্বর কারাগারে

মেহেরপুরে স্বর্ণ চোরাচালান মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর ৩ নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বর মনজুর রহমান মজনুকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তারিক হাসানের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে তার জামিন আবেদন নাকচ করে কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।

মনজুর রহমান মজনু মেহেরপুরের ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৬টি স্বর্ণ বার উদ্ধার সংক্রান্ত জি আর ৩৫৭/২২ মামলার আসামী।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতে পাচারকালে প্রায় ৪৭ লাখ টাকা মূল্যের ৬টি সোনার বারসহ ২ পাচারকারীকে শহরের বড়বাজার এলাকার শিব মন্দিরের সামনে থেকে আটক করেছিলো মেহেরপুর থানা পুলিশ।

আটককৃতরা ছিলেন, নারায়নগঞ্জের বন্দর এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে মাসুদ রানা (২৪) ও ঢাকার নয়াতলা-মগবাজার এলাকার শেখ আশরাফুল কবীরের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা (৪০)।

মেহেরপুর সদর থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেছিলেন, একজন ইউপি সদস্যের মাধ্যমে স্বর্ণের চালানটি ভারতে

পাচারের উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। এর পর থেকেই মজনু মেম্বর হাইকোর্টের জামিনে ছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে আজ সোমবার (২২ মে) মেহেরপুর জেলা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে আদালত জামিন না মনজুর করে কারাগারে প্রেরনের নির্দেশ দেয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কমিউনিটি ক্লিনিক আজ বিশ্ব স্বীকৃত-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বপ্ন ছিলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের। স্বাধীনতার পর প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে বঙ্গবন্ধু সরকার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সে স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর দেশে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেন। কিন্তু বিএনপি-জামায়ত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। কারণ সেগুলো চালু থাকলে মানুষ আর কেউ ধানের শীষে ভোট দেবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই কমিউনিটি ক্লিনিক আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সোমবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত জামায়াত-বিএনপি জোট সরকার দেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলো। সে সময় আওয়ামী লীগের বড় বড় মন্ত্রী, এমপিকে হত্যা করা হয়েছিলো। হত্যা করতে চেয়েছিলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যার্থ করে দেয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও দেশের সাধারণ জনগন। আজ সেই শেখ হাসিনরা নেতৃত্বেই দেশ দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে থেমে নেয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। মনে রাখতে

হবে নৌকায় ভোট দেয়া মানেই দেশের উন্নয়ন। আর উন্নয়নের সুফলভোগী সবাই। কারিগরী শিক্ষার উত্তর উত্তর সাফল্যের কারণে আগামীতে দেশে আর কোন বেকার থাকবেনা বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক আজিজুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন, খুলনা স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাঃ মনজুরুল মুরশিদ, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজন পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান এএসএম মাহবুবুল আলম রবি, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুনসহ মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার নার্স এবং কর্মকর্তা- কর্মচারী বৃন্দ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুব মহিলালীগ, কৃষকলীগ,, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ

রাজশাহীতে বিএনপির সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘হত্যার হুমকি’ দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফের সভাপতিত্বে সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন।

অন্যদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি জুলকারনাইন বায়েজিদ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাকিব সহ বিভিন্ন নেতা কর্মীবৃন্দ।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। র্যালিটি মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মুজিবনগরে ২০ বোতল ফেনসিডিলসহ যুবক আটক

২০ বোতল ফেনসিডিলসহ আলামিন হোসেন ওরফে আলাম (৩৩) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। আটক আলামিন মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে।

আজ সোমবার (২২ মে) বেলা ২ টার দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম আলামিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বাড়িতে ফেনসিডিল জড়ো করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় তার বসত ঘর থেকে ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে আটক আসামি

আলামিনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।